৩২তম সংখ্যা | জানুয়ারি - মার্চ | ২০১৯

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেলথ সেক্টরের মুখপত্র

গাজীপুর ও যশোর কেন্দ্রে মাদক নির্ভরশীল সমস্যা থেকে সুস্থতাপ্রাপ্তদের মিলন মেলা

আমিক ডে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

গাজীপুর কেন্দ্রে ৭ম রিকোভারী মিলন মেলা

৮ মার্চ আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে ৭ম রিকোভারী মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিলন মেলা উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এর মাঝে ছিল আলোচনা সভা, রিকোভারী শেয়ারিং, অভিভাবক শেয়ারিং, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র প্রোগ্রামের মতো মনোমুগ্ধকর আয়োজন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভাটি শুরু হয়। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের সিনিয়র কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান চকদার। এরপর উক্ত কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন সুস্থ্য আছেন তাদের মধ্যে থেকে ৫ জন রিকোভারী তাদের সুস্থ্য জীবনের পথচলা শেয়ার করেন। অভিভাবক শেয়ারিং পর্বে একজন অভিভাবক তার সন্তানের চিকিৎসাকালীন সময় ও চিকিৎসা পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। সবশেষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ সভাপতির বক্তব্যে বলেন মাদকাসক্তি একটি মস্তিস্কের এবং পুনঃআসক্তিমূলক রোগ। সুচিকিৎসা এবং নিয়মের মধ্যে থাকলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এরপর উপস্থিত সকল অভিভাবক এবং রিকোভারী বন্ধুদের এ মিলন মেলায় উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালক রিকোভারী সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন রিকোভারীর হাতে

যশোর কেন্দ্রে ২ দিনব্যাপী বর্ণিল রিকোভারী মিলন মেলা

রিকোভারী মিলন মেলা প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন
যশোর সিভিল সার্জন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ গিয়াস উদ্দিন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর থেকে যে সমস্ত মাদকাসক্ত রোগীরা চিকিৎসা নিয়ে তাদের সুস্থ্যতা ধরে রেখেছেন তাদের কে উৎসাহিত করতে রিকোভারী মিলন মেলা ২০১৯ আয়োজন করা হয়। দুই দিন ব্যাপি এই মিলন মেলার প্রথম দিন ২৪ ফেব্রুয়ারী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রিকোভারী কাউন্ট ডাউন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রিকোভারী কাউন্ট ডাউন এ ৫জন রিকোভারীকে দীর্ঘমেয়াদী সুস্থ্যতার পথ চলায় উৎসাহীত করার উদ্দেশ্যে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

রিকোভারী মিলন মেলার ২য় দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি রিকোভারীদের নিয়ে ঐতিহাসিক স্থান মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। যাত্রা পথে চুয়াডাঙ্গা, বড় বাজার মোড়ে চুয়াডাঙ্গা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় এবং আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর এর যৌথ আয়োজনে মানববন্ধন ও র‍্যালি করা হয়। এরপর মুজিবনগর স্মৃতি সৌধের পাশে শেখ হাসিনা মঞ্চে এক আলোচনা সভা ও মানববন্ধন করা হয়।

রিকোভারী মিলন মেলার ২য় দিন

সম্পাদকীয়

মাদকনির্ভরশীল সমস্যা থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের বলা হয় রিকোভারী। একজন মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি যখন নিজস্ব মনোবল ও প্রেষণা নিয়ে একটি নেতিবাচক জীবন থেকে ইতিবাচক জীবনে প্রবেশ করে এবং সকল প্রকার মাদক থেকে নিজেকে দূরে রেখে দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে এবং তখন সে প্রবেশ করে রিকোভারী জীবনে। রিকোভারী জীবনে প্রবেশের পূর্বের মুহূর্তে কিছু মাধ্যম ও কতগুলো পদ্ধতি একজন মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিকে সহায়তা করে রিকোভারী জীবনে প্রবেশ করতে। রিকোভারীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক মাধ্যমগুলো থাকে চিকিৎসা কেন্দ্র, কেন্দ্রের পরিবেশ, কাউন্সেলর, ডাক্তারসহ চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবি, পরিবার ও পিয়ারগ্রুপ। আর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে থাকে একজন মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির সমস্যার ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা যেমনঃ থেরাপিউটিক কমিউনিটি কিংবা সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এছাড়াও ব্যক্তির রিকোভারী মুলধনও সহায়তা করে রিকোভারী জীবনের চলার পথকে দীর্ঘায়িত করতে। এ সহায়ক মাধ্যম, পদ্ধতি, রিকোভারী মূলধন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে রিকোভারী জীবনে থাকতেই সহায়তা করে না বরং তাকে পুনরায় আসক্তির জীবনে ফিরে যেতে বাধা প্রদান করে। তারপরও সামাজিক অপবাদ ও বৈষম্য এবং এ রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কিছু ভুল ধারণার কারণে অনেক রিকোভারী সমাজের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে সংশয়বোধ করে।

বাংলাদেশের মাদক পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ৬৮ লাখ মানুষ মাদকাসক্ত। তাদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ পুরুষ, ১৬ শতাংশ নারী। জাতিসংঘের মাদকবিরোধী প্রতিষ্ঠান ইউএনওডিসি ২০১৮ এর প্রতিবেদনে দেখা যায় বিশ্বব্যাপি মাদক ও এর সাথে অন্যান্য অপরাধের জন্য ৭,১৪০০০ নারী ও ৯ কোটি ৬০ লাখ পুরুষ কারাগারে আটক হয়। এদের মধ্যে নারীদের কারাগারে যাওয়ার ৩৫ ভাগ এবং পুরুষদের ১৭ ভাগ মাদক অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয়। এতদস্বত্তেও আবার মাদকনির্ভরশীল সমস্যার সঠিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তা নিয়ে রিকোভারী জীবনে আছেন অনেক মানুষ এবং তাদের মাঝে অনেকেই বর্তমানে বাংলাদেশসহ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা কেন্দ্রও পরিচালনা করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনার সাথে কারাবন্দি মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর ও যশোর প্রতিবছরের মতো এবারো রিকোভারী মিলন মেলার আয়োজন করে। এ মিলন মেলায় দুই-শতাধিক রিকোভারী স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। যারা মাদকনির্ভরশীল সমস্যা থেকে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ আছেন তাদের রিকোভারী জীবন কে উৎসাহিত করতেই বাৎসরিক এই আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকায় অবস্থিত নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে নারী রিকোভারীদের জন্য আয়োজন করা হয় রিকোভারী ডে আউট প্রোগ্রাম। রিকোভারীদের নিয়ে আয়োজিত এ প্রোগ্রামগুলোতে কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন রকম আয়োজন ছিল যার মাঝে ছিল রিকোভারীদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান, রিকোভারী কাউন্ট ডাউন, শেয়ারিংসহ অনেক আয়োজন ছিল।

একজন ব্যক্তির রিকোভারী জীবনের চলার পথটি সব সময় খুব মসৃণ হয় না। আর তাই একে বলা হয় একটি বন্ধুরঃ যাত্রা অর্থাৎ সকল বাধাকে মোকাবেলা করে নিজের কল্যাণকে সম্মুক্ষে রেখে শুধুই চলতে থাকা। মসৃণ হোক বিশ্বের সকল রিকোভারীর পথচলা। নিজ দেশ তথা সমাজের কল্যাণে তাদের থাকবে অন্য সকলের মতো সমান অংশগ্রহণ এই শুভকামনায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

১০ম বর্ষ
৩২তম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
মোঃ মনিরুজ্জামান
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নিজাম উদ্দীন
উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

পারিবারিক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পরিবারের সদস্যদের জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়।এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ে ৩টি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাজীপুর কেন্দ্র ঃ

২২ ফেব্রুয়ারি আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে অভিভাবকদের করণীয় নিয়ে আলোচনা। সভার শুরুতে মাদকাসক্তদের শেষ পরিনতি শিরোনামে একটি ভিডিও ক্লিপস দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্টাফ ও অতিথিদের পরিচিতি শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রোগ্রামার মোঃ ফারুক হোসেন। মূল আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির। আলোচনা শেষে প্রশ্নত্তর পর্বে ৭ জন অভিভাবকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কেন্দ্রের কাউন্সেলরগণ ও প্রোগ্রামাররা। সবশেষে অনুষ্ঠানে গাজীপুর কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন এমন ৩ জন রিকোভারী নিজের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

৩য় পৃষ্ঠার পর: মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

যশোর কেন্দ্র ঃ

১৬ মার্চ আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনোসামাজিক শিক্ষা

যশোর কেন্দ্রের পারিবারিক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন কাউন্সেলর হাসান মন্ডল

প্রদান। সভায় ৩৫ জন পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আমিরুজ্জামান (লিটন) শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সভা শুরু করেন। পরবর্তীতে কাউন্সেলর মোঃ আবু হাসান মন্ডল, মূল বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। এরপর মুক্ত আলোচনা পর্বে আগত অভিভাবকদের মাদকাসক্তির চিকিৎসা, কেন্দ্রের চলমান সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ও পরামর্শ প্রদান করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, কাউন্সেলর, কেস ম্যানেজার, এবং প্রোগ্রামারগণ।

ঢাকা নারী কেন্দ্র ঃ

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ১৭ জানুয়ারি "পুন: আসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা" এবং ৩০ মার্চ "মাদকাসক্তি একটি মস্তিকের রোগ" এবং চিকিৎসাকালীন সময়ে পরিবারের করণীয় নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। ১৭ জানুয়ারি সভাটি আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা "পুন: আসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা" বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। এরপর আলোচ্য বিষয় নিয়ে বক্তব্য মনোচিকিৎসক ডাঃ আক্তারুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন মাদকাসক্তি একটি মস্তিস্কের রোগ আর তাই একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিন্তা আবেগ অনুভূতি এই জায়গাগুলোতে ব্যক্তির সাথে তার পরিবারেরও ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ৩০ মার্চ পারিবারিক সভাটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্সে এন্ড হস্পিটাল এর মনোচিকিৎসক সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ এম এম জালাল উদ্দিন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র কাউন্সেল মোঃ আমির হোসেন। সভায় আলোচকগণ অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন ভয় নয় রাখতে হবে বিশ্বাস। সভায় নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জিহান সভার আলোচ্য বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন।

পারিবারিক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মনোচিকিৎসক ডাঃ আক্তারুজ্জামান সেলিম

সভাগুলোর শুরুতে কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকগণ ও উপস্থিত নারী কেন্দ্রের কর্মকর্তারা। এছাড়াও রিকোভারী শেয়ারিং পর্বে উক্ত কেন্দ্র থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত ২ জন নারী রিকোভারি তাদের সুস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

নারী কেন্দ্রের রিকোভারী ডে আউট ঢাকা আশুলিয়ার থিম পার্ক ফ্যান্টাসি কিংডমে

"সুইটার স্মাইল এ ব্রাইটার ডে" এই শ্লোগানে ২২ মার্চ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য আছেন এমন রিকোভারীদের অনুপ্রাণিত করতে কেন্দ্রের উদ্যেগে রিকোভারী,রিকোভারীদের অভিভাবক এবং স্টাফদের অংশগ্রহণে ঢাকা আশুলিয়ার থিম পার্ক ফ্যান্টাসি কিংডমে দিনব্যাপী রিকোভারী ডে আউট প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের যাত্রাপথের বিরতিতে সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধের গেটের সামনে "আসুন দেশকে ভালোবাসি, মাদক কে না বলি" এই শ্লোগানে

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের গেটের সামনে মানববন্ধন

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৪র্থ পৃষ্ঠার পর নারী কেন্দ্রের রিকোভারী ডে আউট ...

মাদকবিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মানববন্ধন করা হয়। এরপর ফ্যান্টাসি কিংডমের আশুলিয়া রেস্টুরেন্টে শেয়ারিং প্রোগ্রাম, খেলা, র‍্যাফেল ড্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রথমে স্বাগত বক্তব্যে দেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। এরপর এই কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ্য আছেন এ রকম ২ জন রিকোভারী তাদের সুস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ১জন স্টাফ তার কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন কেস ম্যানেজার মমতাজ খাতুন এবং দুপুরের খাবারের বিরতির পর সবশেষে র‍্যাফেল ড্র ও খেলার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করার মাধ্যমে রিকোভারী ডে আউট প্রোগ্রামের প্রথম পর্ব শেষ করা হয়। এরপর সকলে ফ্যান্টাসি কিংডমের বিভিন্ন রাইডস উপভোগ করেন।

রিকোভারী ডে আউট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীগণ

কারাবন্দী রিকোভারী পুনর্বাসনে মিশন কর্তৃক সহায়তা প্রদান

একজন উপকারভোগীর হাতে সহায়তা উপকরণ তুলে দিচ্ছেন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যাকাত ফান্ড থেকে ২৩ জানুয়ারি ও ২ মার্চ দুইজন দরিদ্র এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কারা ফেরত ব্যক্তির টেকসই পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আধুনিক সেলাই মেশিন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা উপকরণ প্রদান করা হয়। দুইজন ব্যক্তির মাঝে সেলাই মেশিন ও সহায়তা উপকরণ তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুরি রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, মোঃ আমির হোসেন এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য অসহায় ও দরিদ্র কারা ফেরত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের, ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়্যাল সিচ্যুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্প জিআইজেড এর অর্থায়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে কারা কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় পরিচালিত প্রকল্পের শুরু থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যাকাত ফান্ডের মাধ্যমে এই সহায়তা প্রদান করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবার গুণগতমান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ অব্যাহত

প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ব্যবস্থাপক এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের সেবার গুণগতমান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ অব্যাহত। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ও বাংলাদেশে একমাত্র এপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই প্রশিক্ষণটি ২০১৭ সাল থেকে নিয়মিত পরিচালনা করছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৯ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী 'ফিজিওলজি এন্ড ফার্মাকোলজি ফর এডিকশন প্রফেশনালস' এবং 'ট্রিটমেন্ট ফর সাব্সটেন্স ইউজ ডিজঅর্ডারস-দি কনটিনিয়াম অফ কেয়ার ফর এডিকশন প্রফেশনালস'-এর ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালায়ের ট্রেনিং রুমে আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ১১ জন পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক এবং কলম্বো প্ল্যানের গ্লোবাল মাষ্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ, ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রকল্প কর্মকর্তা ও মাস্টার ট্রেইনার মোঃ আমির হোসেনসহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনারগন। প্রশিক্ষণের শেষদিনে সকল অংশগ্রহণকারীর হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

"সবাই মিলে ভাবো,নতুন কিছু করো নারী-পুরুষ সমতায় নতুন বিশ্ব গড়ো" এই স্লোগানে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। এর মাঝে ৬ মার্চ ডাম পেপসেপ প্রকল্পের সাতক্ষীরা টিম সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে মানববন্ধন, র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া উক্ত দিবসের বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করেন।

৭ মার্চ ডাম উত্তরা ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৫ প্রকল্পের উদ্যেগে "ঘরে বাইরে সবখানে আমরা কাজ করি সবার কল্যাণে"এই স্লোগানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যেগে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মানববন্ধন এবং কেন্দ্রে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথমে আশা ইউনভার্সিটির সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানবন্ধন শেষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিকিৎসারত সকল রোগী ও রিকোভারীদের অংশগ্রহণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এছাড়াও উক্ত দিবস উপলক্ষে কেন্দ্র রোগীদের অনুভূতি নিয়ে দেয়ালিকা তৈরি, সাজসজ্জা করা হয় ও বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়।

পেপসেপ সাতক্ষীরা প্রকল্পের কর্মকর্তা

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যেগে আয়োজিত মানববন্ধ

ডাম উত্তরা ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৫, প্রকল্পের কর্মীরা

তামাকমুক্ত মডেল পৌরসভা গঠনে সাভার পৌরসভার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

তামাকমুক্ত মডেল পৌরসভা গঠনে এবং সাভার পৌরসভার পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২১ জানুয়ারি সাভার পৌরসভার সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মিশনের পেপসেপ প্রকল্পের স্বাস্থ্য সেবা কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে এই স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী মোঃ আব্দুল গনি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ডাম পেপসেপ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামান। সাভার পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় ৭২ জন সেবা গ্রহণকারীর মাঝে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ "আসুন তামাকমুক্ত সাভার গড়ি" প্ল্যাকার্ডসহ পেপসেপ প্রকল্পের বিভিন্ন প্রমোশনাল উপকরণ প্রধান অতিথি মেয়র হাজী মোঃ আব্দুল গনির হাতে তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সাভার পৌরসভা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পেপসেপ প্রকল্পের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ ওবায়দুর রহমান।

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় ২৪ জানুয়ারি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) মোঃ ইমরান। সভার সভাপতি বলেন হোটেল, মোটেল ও রির্সোটগুলোতে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করতে মন্ত্রণালয় থেকে নোটিশ প্রদান করা হবে, পর্যাপ্ত ধূমপানমুক্ত সাইনেজের ব্যবস্থা করা এবং ২০৪০ সালের আগেই হসপিটালিটি সেক্টরকে তামাকমুক্ত করতে মন্ত্রণালয় কাজ করবে। সভায় তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর উপসচিব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। সভার শুরুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ধূমপানমুক্ত রেস্তোঁরা বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে ২৫ মার্চ বিআরটি এর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান।

তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে। তিনি আরো বলেন আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিআরটিএ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান

গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান।

একুশে বইমেলায় "মাদক নির্ভরশীলতার জানা -অজানা কথা" শিরোনামে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালকের লেখা বই প্রকাশ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের লেখা মাদক নির্ভরশীলতার জানা -অজানা কথা শিরোনামে বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারি এবারের একুশের বইমেলায়।বইটি প্রকাশনা করেছে সাহিত্য প্রকাশ। বইটির মোড়ক উম্মোচন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে। এই অনুষ্ঠানে বইটির মোড়ক উম্মোচন করেন মাননীয় স্বরাস্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এম.পি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গে আবারও এক লক্ষ টাকা জরিমানা মীনাবাজারকে

ভ্রাম্যমান আদালতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের বক্স ধ্বংস করা হচ্ছে

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মীর নাহিদ আহসানের নেতৃত্বে এবং ১ এপিবিএন উত্তরা পুলিশ এর সহায়তায় ২৬ ফেব্রুয়ারী মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি এলাকায় অবস্থিত মীনাবাজার চেইনশপকে ব্রিটিশ

আমেরিকান টোব্যাকো এর ব্যান্ডসন এ্যান্ড হেডজেস নামক তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয় ও বিজ্ঞাপনটি ধংস করা হয়। এই শাখাকে এর আগেও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছিলো।

উক্ত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় সহায়তায় ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৫ এর স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুল খালেক মজুমদার। ম্যাজিস্ট্রেট মীনাবাজার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে বলেন যদি তারা একই অপরাধ পুণরায় করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি

মতবিনিময় সভায় অতিথিগণ

তামাক নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ ও তামাকমুক্ত মডেল ওয়ার্ড গঠনে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকতা মোস্তাফিজুর রহমান। ৭ জানুয়ারী নগর ভবনস্থ মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সেমিনার কক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভায় তিনি এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা শহরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিঃ জেঃ (ডাঃ) শেখ সালাহ্উদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী এবং মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভাটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মীর মোস্তাফিজুর রহমান। সভাটি আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করুন।

হেনা আহমেদ হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবায় বিভিন্ন কার্যক্রম

চক্ষু সেবা ক্যাম্পে রোগীকে সেবা দান করছে ডাক্তার

স্বাস্থ্য সেক্টর,ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ের মাঝে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। এর মাঝে স্থানীয় ফার্মেসী মালিকদের সাথে ৮ জানুয়ারি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় হেনা আহমেদ হাসপাতালের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং স্বাস্থ্য সেবায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে সবাইকে সহযোগীতা করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১৯ জানুয়ারি তারিখ থেকে ইপিআই (টিকাদান) কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এখন থেকে সেবা গ্রহীতারা উক্ত হাসপাতাল থেকে ইপিআই (টিকাদান) সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

একই দিনে ১৯ জানুয়ারি হেনা আহমেদ হাসপাতাল এবং লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস যৌথভাবে মুন্সিগঞ্জ জেলার আলমপুর গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩০০ জন কে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

২৮ জানুয়ারী মুন্সিগঞ্জ হেনা আহমেদ হাসপাতালের উদ্যোগে এবং লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওসেসিস এর সহযোগিতায় বিনামূল্যে ৯ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়।

এছাড়াও উক্ত সময়ের মাঝে হেনা আহমেদ হাসপাতালে গর্ভবতী মায়েদের ডেলিভারী সেবা প্রদান শুরু হয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

হুইল চেয়ার বিতরণ কার্যক্রম

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিএফআইডি এর অর্থায়নে আইএইচআরআর প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এই প্রকল্পের আওতায় চারটি স্ট্যাটিক এবং ৬টি পপ-আপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারী -মার্চ ২০১৯ সময়ে মোট ৪৮,৮০০ রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩৮৫ জন রোগীর প্যাথলজি পরীক্ষার সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেশন ঃ ক্যাম্প-১৪ ও ক্যাম্প-১৯ এর ফিজিশিয়ান সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ১৭ টি সেশনে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতন সেশন প্রদান করা হয়েছে ।

ক্যাম্প ফেয়ার ঃ ডাম এর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের জন্য ক্যাম্প-১২ ও ক্যাম্প-১৪ তে দুইটি মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় ক্যাম্প-ইন-চার্জ, অন্যান্য সরকারি ও এনজিও প্রতিনিধিগণ মেলা পরিদর্শন করেন। এই মেলার মাধ্যমে ৪৫ জন রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

হুইল চেয়ার বিতরণ ঃ ক্যাম্প ১৩ সিআইসি অফিসের মাধ্যমে বৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের মাঝে ১০টি হুইল চেয়ার বিতরন করা হয়।

স্ট্যাফ রিফ্রেশার প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের কর্মীদের জন্য কক্সবাজারের ইউনি-রিসোর্টে ২ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রশিক্ষণে ফিজিশিয়ান, প্যারামেডিক, ফ্যামিলী প্লানিং কাউন্সিলর, ল্যাব টেকনিশিয়ানগণ অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্পে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরন এবং উত্তরণের কৌশল তৈরি করা।

ফাস্ট এইড ও ডিআরআর প্রশিক্ষণঃ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং দুর্যোগের ঝুকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন করতে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতাদের জন্য (মাঝি) মোট ৬ ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রেডক্রসের প্রশিক্ষকগন উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

সেবার মান নিশ্চিতকরণ উদ্যোগঃ সেবার মান নিশ্চিতকরণে রোহিঙ্গা সুবিধাভোগীদের নিকট থেকে অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি দুই সপ্তাহ পর অভিযোগ ও পরামর্শগুলো বিশ্লেষণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া গর্ভবতী মহিলাদের মাঝে যারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে আসতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য প্রকল্পের মিডওয়াইভগন সপ্তাহে একদিন কমিউনিটিতে এএনসি বিষয়ে ২৪টি গ্রুপ কাউন্সেলিং সেশন প্রদান করে যেখানে ২১৮ জন গর্ভবতী মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন এক্টটিভিটি (বিএনএ) প্রকল্পের কার্যক্রম

ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ইউএসএআইডির অর্থায়নে বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন এক্টটিভিটি (বিএনএ) নামে পুষ্টি বিষয়ক নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে অপুষ্টির মূল কারণগুলি মোকাবেলা করার জন্য বাজার ও সমাজ পরিচালনাকারীদের ক্ষমতায়ন এবং সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ২৭ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত খুলনায় সিএসএস আভা সেন্টারে এই প্রকল্পটির সকল পার্টনার সংস্থার প্রকল্প কর্মীদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রকল্প পরিচিতি প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথমে মাঠ পর্যায়ে পরবর্তীতে ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে এই কার্যক্রমের উপর দলীয় উপস্থাপনা হয়। ১৬ থেকে ২৩ এপ্রিল বিএনএ প্রকল্পের আওতায় গ্রোথ সেন্টারের কার্যক্রম বর্তমান অবস্থা যাচাই এর জন্য স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উন্নয়ন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে এলজিইডি হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারের বর্তমান অবস্থা যাচাই-বাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পটুয়াখালী জেলার ৩টি উপজেলা যেমন- পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ ও কলাপাড়া উপজেলায় বিএনএ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি কর্তৃক নির্ধারিত পটুয়াখালী সদর, মির্জাগঞ্জ ও কলাপাড়া উপজেলায় সর্বমোট ১৪টি গ্রোথ সেন্টারে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টারের ও তার পার্শ্ববর্তী ২ কি.মি. এলাকা সর্ম্পকিত বিভিন্ন তথ্যাদি যেমন- স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, জেলা শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা,যোগাযোগের খরচ বাবদ, হাটবাজার, দৈনিক বাজার ইত্যাদি তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য এই সকল তথ্যসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যান, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বিভিন্ন দোকানী, যানবাহন চালক ও শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত তথ্যগুলো আরও বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ ও যাচাই-বাচাই করার জন্য ১১ মে থেকে ২৭ মে অ্যানাভেলিং এনভায়রনমেন্ট অফ মার্কেট ক্যাচমেন্ট এরিয়া (ইইএমসিএ) সম্পন্ন করা হয়। এই সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা যথাযথ যাচাই বাচাই পূর্বক এবিটি অ্যাসোসিয়েটস কর্তৃক নির্ধারিত রিপোর্টিং ফরমেটে তথ্য দিয়ে রিপোর্টটি সম্পন্ন করা হয়।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

"এখনই সময় অঙ্গীকার করার, যক্ষ্মা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার"এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকালে শাহাবাগ জাতীয় যাদুঘরের সামনে থেকে র‍্যালির মধ্য দিয়ে কর্মসূচী শুরু হয়। র‍্যালিতে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর লাইন ডাইরেক্টর, ব্রাক এর হেলথ ডাইরেক্টর (টিবি, ম্যালেরিয়া ও ওয়াশ কর্মসূচী) ও অন্যান্য পার্টনার এনজিও এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ষ্টাফগন, ও ডাম ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৫ প্রকল্পের ষ্টাফগন বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের র‍্যালিতে অংশগ্রহন করেন। উক্ত র‍্যালিতে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান অংশগ্রহন করেন। র‍্যালি শেষে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর লাইন ডাইরেক্টর ডা. সামিউল ইসলাম বক্তব্যে দেন,

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের র‍্যালিতে ডাম এর স্টাফগণ

তিনি বাংলাদেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

"মাদক নির্ভরশীল নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অধিকার নিশ্চিতকরণ"

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এই প্রবাদটি আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন সুখের চাবিকাঠি এই মহামূল্যবান স্বাস্থ্য সুরক্ষা একজন না পেয়ে থাকে তখনি ঘটে বিপত্তি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের ভাল অবস্থানকে বোঝায়, যেখানে সম্পূর্ণভাবে একজন ব্যক্তি সব কাজ করতে সক্ষম। যদিও সামাজিকভাবে স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক স্বাস্থ্যকেই ধারণা করা হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য এর ধারণা একেবারে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের একটি জরিপে দেখা গেছে নারীরা পুরুষের তুলনায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে অনেক বেশি থাকে। এর পিছনের কারণ বলা যেতে পারে নারীদের শারীরিক গঠন, খাদ্যাভ্যাস, কাজের ধরন এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি। আমরা দেখেছি একটা সময়ে গ্রাম অঞ্চলের নারীরা স্বাস্থ্যসেবা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত ছিল। এর প্রধান কারণ হল নারীদের নিজেদের লজ্জা এবং পরিবারের নেতিবাচক চিন্তা ধারণা।

এই ধারণা শুধু যে সে সময় ছিল তা নয় এখন ও এমন কিছু লজ্জা বা নেতিবাচক ধারণা পরিবারের এবং নারীর মাঝে আছে যার কারণে নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সুরক্ষার কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়। এর মাঝে মাদকাসক্তি আরেকটি বড় সমস্যা হিসেবে এখন বাংলাদেশে বিদ্যমান। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ লাখ মাদক নীর্ভরশীল যেখানে ৮৪ ভাগ পুরুষ এবং ১৬ ভাগ নারী। কিন্তু এখন নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া মাদকাসক্তির প্রথম ধাপ বলা হয় তামাক ব্যবহার যা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি।

মাদকাসক্ত হওয়ার প্রথম কারণ হল মাদকের সহজলভ্যতা। বাংলাদেশ এমন একটি ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থিত যার এক পাশে মায়ানমার, যেখান থেকে হেরোইন এবং ইয়াবা, আরেক পাশে ভারত, যেখান থেকে ফেনসিডিল অবৈধভাবে পাচার হয় বাংলাদেশ এর উপর দিয়ে। যে কারণে মাদক তরুণ সমাজে খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া আধুনিক সমাজে পুরুষের পাশাপাশি এখন নারীদের বেশি মাদক নির্ভরশীল হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো তাদের মাঝে কিছু ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে যেমন ঃ চিকন/স্লীম হওয়ার প্রবনতা, কৌতূহল, স্বামী, ছেলেবন্ধু কিংবা পরিবারের কাছের মানুষ দ্বারা বাধ্য হয়, পারিবারিক কলহ, যৌন নির্যাতনের শিকার, হতাশা, খুব বেশি আবেগীয় সমস্যা ইত্যাদি।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে পুরুষরা নারীদের তুলনায় আগে মাদক গ্রহণ শুরু করে। কিন্তু নারীরা যখন মাদক গ্রহণ শুরু করে তখন তারা পুরুষের তুলনায় অধিক দ্রুত মাদকাসক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে নারীদের শরীরে মাদকের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব পুরুষদের থেকে আলাদা এবং মাদকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অত্যাধিক মাত্রায় তীব্র। শারীরিক বা দৈহিক গঠনগত পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে মাদকের প্রভাব ভিন্ন হয় যার কারণে একজন পুরুষ ও নারী একই পরিমান মাদক নিলেও তাদের দুইজনের শরীরে এর প্রভাব দুইরকম হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর শরীরে চর্বির পরিমান বেশি হওয়াতে মাদকদব্য দ্রুত দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং দ্রুত মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক নির্ভরশীল নারীরা যে সমস্ত স্বাস্থ্য ঝুকিঁতে থাকে তা হল, লিভার ও হার্টের রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, হার ক্ষয়, দাত ও মাড়ির সমস্যা, প্রজনন জনিত সমস্যা, এইচআইভি/এইডস। দীর্ঘদিন মাদক ব্যবহারের ফলে নারীদের মাঝে মানসিক রোগ দেখা দেয়, আবার মানসিক রোগের নারীদের মাদক ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের একটি জরিপে পাওয়া গেছে বর্তমানে ৩৩১ জন নারী রোগীর মাঝে শতকরা ১৪৭ জন নারী দীর্ঘ দিনের মাদক নির্ভরশীলতার কারণে মানসিক রোগে আক্রান্ত এবং শতকরা ৮৭ জন নারী মানসিক রোগের কারণে মাদক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।বাংলাদেশে নারীদের জীবনের সার্বিক অবস্থা পুরুষদের তুলনায় ভিন্ন। সুতরাং একটি পরিবার মাদক নির্ভরশীল নারীর তুলনায় পুরুষকে কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা দিতে অনেক দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ একজন মাদক নির্ভরশীল নারী চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়।

কারণ একজন মাদকাসক্ত নারীর ক্ষেত্রে পরিবারের যে ধারণা গুলো থাকে-

- বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে,
- মেয়েকে চিকিৎসায় দিলে লোকে বা সমাজ কি বলবে,
- চিকিৎসায় দিলে পরে বিয়ে হবে না,
- মাদকাসক্ত তার ইচ্ছাকৃত,
- শাস্তি দিলেই মাদক নেয়া বন্ধ করে দিবে

অপরদিকে মানসিক রোগের নারীর ক্ষেত্রে পরিবারের যে ধারণা থাকে তা হল-

- মেয়ে ইচ্ছা করে নাটক করছে,
- চিকিৎসা কেন্দ্রে নিলে লোকে পাগল বলবে,
- বিয়ে হবে না
- মানসিক রোগের ঔষধ খুব বেশি দীর্ঘ সময় ধরে খাওয়া যাবে না

এই সব ধারণা শুধু পরিবারের না নারী নিজেও অনেক সময় এমন ধারণা পোষণ করে থাকে। এই সব কারণে একজন নারী পুরুষের তুলনায় চিকিৎসা সেবা অনেক কম পায় অথবা কম নেয়। একজন মাদক নির্ভরশীল নারী যখন কোন পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিয়ে নিজের বাসায় ফেরত যায় অনেক সময় পরিবারের নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন খুব কম হয় অথবা তারা সেই রোগীর সমস্যার বাস্তবতা মানতে চাননা। যেহেতু মাদকাসক্ত নারীর শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি খুব বেশি থাকে সুতরাং তার বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপ সেবা ও সঠিক সহযোগিতা তার পরিবার ও সমাজ থেকে সে পায় না। এর ফলে নারী আবারো মাদকাসক্ত হয়ে পরে। সুতরাং একজন মাদক নির্ভরশীল নারীর সুস্থ হওয়ার জন্য এবং সুস্থ থাকার জন্য তার মাদকাসক্তি রোগ, শারিরীক, মানসিক সব ধরনের রোগের যথাযথ সেবা সুরক্ষা প্রয়োজন। এর জন্য পরিবারের সহযোগিতা সব থেকে বেশি জরুরি। কারণ পরিবার প্রতিটি মানুষের প্রথম আশ্রয়স্থল। পরিবারের পরে রাষ্ট্র। তাই পরিবার থেকে যেমন নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আর তাই মাদক নির্ভরশীল নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে পরিবার রাষ্ট্র তথা সমাজের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি। একটি পরিবার যদি মাদকাসক্ত নারীর শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থের প্রতি সচেতন হয়, ইতিবাচক মনোভাব রাখে তাহলে একটি নারীর জন্য সমাজে অগ্রসর হওয়া অনেক সহজতর হয়ে যাবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত হবে।

ফাইরোজ জীহান
কাউন্সেলর
আহ্ছানিয়া মিশন
নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা ওয়াটার ফ্রন্ট রির্সোটে আমিক ডে

ওয়াটার ফ্রন্ট রির্সোটে আমিক ডে তে আমিক পরিবার

মেকিং মেমোরিজ, ব্রেকিং দ্য ডিসটেন্স এই স্লোগানে ৩ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা ওয়াটার ফ্রন্ট রির্সোটে স্বাস্থ্য সেক্টরের বাৎসরিক পিকনিক আমিক ডে আয়োজন করা হয়। এই পিকনিকে স্বাস্থ্য সেক্টরের সকল প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাদের পরিবারসহ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক, ড. এস এম খলিলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ড. এম এহছানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সকালে স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে আমিক ডে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন ধরনের খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং র‍্যাফেল ড্র কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি প্রোগ্রামে আমিকের সকল স্টাফ অংশগ্রহণ করেন।

ইংরেজী নতুন বর্ষবরণ উদ্‌যাপন

ঢাকার লালমাটিয়ার টাইমস স্কয়ার রেঁস্তোরাতে ২ জানুয়ারি আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সকল প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অংশগ্রহণে ইংরেজি বর্ষবরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথমে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। এরপর কর্মীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম ও বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার সকল কর্মীদের নতুন বছরের শুভকামনা জানান ও কাজের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

ইংরেজি বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)

আমিক, বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd, amdtc.org.bd